আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে জরিমানা ও সার জব্দ

আলমডাঙ্গা উপজেলায় লাইসেন্স ছাড়াই সার মজুত ও পাচারের অভিযোগে এক সার ব্যবসায়ীর গোডাউনে অভিযান চালিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। এতে বিপুল পরিমাণ সার মজুতের প্রমাণ মিলেছে। ঘটনাটি এলাকায় ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের সার ব্যবসায়ী মিনারুল ইসলাম রাতের আঁধারে চোরাই পথে সার সংগ্রহ করে নিজের গোডাউনে মজুত করতেন। সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি বস্তা ডিএপি সারের দাম ১,০৫০ টাকা হলেও তিনি তা ১,৫০০ টাকায় মেহেরপুরের গাংনী ও কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় পাচার করতেন।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে গাংনী-হাটবোয়ালিয়া সড়কের একটি স-মিলের সামনে সন্দেহজনকভাবে চলাচলকারী একটি লাটাহাম্বা গাড়ি স্থানীয় লোকজন থামিয়ে দেন। গাড়িটিতে থাকা ৫০ বস্তা ডিএপি সার উদ্ধার করা হয়। পরে জানা যায়, এসব সার মিনারুল ইসলামের গোডাউন থেকে পাচারের জন্য নেওয়া হচ্ছিল।

পরদিন বুধবার দুপুরে খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আশিষ কুমার বসু ও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ পলাশ ওই গোডাউনে অভিযান চালান। কর্মকর্তারা জানান, সেখানে বিএডিসি বা বিসিআইসির কোনো বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই প্রায় এক হাজার বস্তা ডিএপি, টিএসপি, ইউরিয়া ও অন্যান্য সার মজুত পাওয়া যায়।

অভিযানের সময় স্থানীয় সার সিন্ডিকেটের কয়েকজন লোক ঘটনাস্থলে উত্তেজনা সৃষ্টি করেন। তাঁরা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে অসৌজন্যমূলক আচরণ করলে পরিস্থিতি থমথমে হয়ে ওঠে। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঘটনার পর সহকারী কমিশনার (ভূমি) মিনারুল ইসলামকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন এবং উদ্ধার হওয়া ৫০ বস্তা ডিএপি সার জব্দ করেন। উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি বিভাগ জানিয়েছে, বৈধ লাইসেন্স ছাড়া সার ব্যবসা এবং সার সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মাসুদ পলাশ বলেন, মিনারুল ইসলামের নামে কোনো লাইসেন্স নেই। তিনি অবৈধভাবে সার ব্যবসা করছেন। কৃষক সাজিয়ে তাঁর লোকজন আমাদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণও করেছে। সিন্ডিকেটে যারা জড়িত থাকুক, প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ঘটনায় কৃষকেরা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, সার পাচার বন্ধ না হলে ন্যায্যমূল্যে সার পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে। প্রশাসনের এ অভিযান তাঁদের কাছে আশার বার্তা হয়ে এসেছে।

টাকা নিয়েও সভাপতি না করার অভিযোগ বিএনপি নেতা ফয়েজের বিরুদ্ধে

মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদের বিরুদ্ধে কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র কমিটির গঠনে অর্থ বিনিময়ের অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মেহেরপুর প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ তোলেন সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি প্রার্থী আছিফুল হক মজনু।

সংবাদ সম্মেলনে আছিফুল হক মজনু অভিযোগ করে বলেন, কুতুবপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতির পদ পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে বিভিন্ন সময় তার কাছ থেকে সর্বমোট প্রায় ১১ লাখ টাকা নিয়েছেন ফয়েজ মোহাম্মদ।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, মেহেরপুর পৌর কলেজের প্রভাষক ও মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির বিতর্কিত সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ আমার সাথে সাত লক্ষ তিন হাজার টাকা খেয়ে খায়েশ না মিটলে ২৯/১১/২৫ ইং তারিখে রাত ১০.৩০ মিনিটে মনোহরপুর গ্রামের জাফর উল্লাহকে সভাপতি দিয়ে ফেসবুকের মাধ্যমে অবৈধভাবে কমিটি ঘোষণা করেন।

কুতুবপুর ইউনিয়নের ০৯টি ওয়ার্ডের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক অথবা সুপার ফাইভ কাউকেই না ডেকে বিএনপির বিতর্কিত কমিটি ঘোষণা করেন। ২৯/১১/২৫ ইং তারিখে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন, সারা দেশের মানুষ যখন দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে ব্যস্ত তখন উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ কমিটি ঘোষণা করেন। এটা আমাদের বিএনপির জন্য লজ্জাজনক। আর কত টাকা বেশি পেয়েছিলেন, তা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জানতে চাই।

আমি বারবার উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদকে বলেছিলাম যে ভোটের মাধ্যমে ইউনিয়ন সভাপতি নির্বাচিত করতে। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তত ০৯টি ওয়ার্ডের সুপার ফাইভ ও তৃণমূলের মতামত নিয়ে ভোটের ব্যবস্থা করতে। কিন্তু ফয়েজ মোহাম্মদ বিষয়টি আমলে না নিয়ে অবৈধভাবে কমিটি ঘোষণা করেছেন।

টাকার বিনিময়ে দেওয়া এই অযোগ্য কমিটি বাতিল করা এবং এই বিতর্কিত সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদকে অব্যাহতি বা বহিষ্কার করে সদর উপজেলা বিএনপি কমিটিকে বাঁচানোর জন্য জেলা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি।

তিনি জানান, এক দিনেই পদ দেওয়ার নাম করে ৩ লাখ টাকা নেয়। পরে আপেল নামের একজনের উপস্থিতিতে ফয়েজ মোহাম্মদের ঘরে ৫০ হাজার টাকা দিই, যার সাক্ষীও রয়েছে। এরপর সভাপতি হওয়ার পর আমাকে সভাপতি করবেন বলে আরও ৪ লাখ ৩০ হাজার টাকা নেন।

তিনি দাবি করেন, বারবার অর্থ নেওয়ার পরও ২৯ নভেম্বর রাতে মনোহরপুর গ্রামের জাফর উল্লাহকে সভাপতি করে কমিটি ঘোষণা করেন ফয়েজ মোহাম্মদ। কাউন্সিলের মাধ্যমে কমিটি গঠনের কথা থাকলেও কোনও তৃণমূল নেতাকর্মীর সঙ্গে পরামর্শ না করেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কমিটি প্রকাশ করা হয়।

আছিফুল হক মজনু অভিযোগ বলেন, হামলা-মামলার শিকার হয়েছি। কিন্তু বিনিময়ে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। নিঃস্ব হয়েছি।

সংবাদ সম্মেলন থেকে তিনি অনতিবিলম্বে ঘোষিত কমিটি বাতিল ও ফয়েজ মোহাম্মদের সভাপতির পদ প্রত্যাহারসহ তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহম্মদ বলেন, টাকা-পয়সা লেনদেন করে কমিটি গঠনের সঙ্গে আমার ন্যূনতম কোনো

সম্পর্ক নেই। যদি এটাকে প্রমাণ করতে পারে, আমি রাজনীতি থেকে ইস্তফা দেব। সে ওয়ার্ড সভাপতি প্রার্থী ছিল এরকম আরও তিনজন প্রার্থী ছিল। আওয়ামী লীগের যে এমপি ছিলেন, কামারুল, তার জামাই হিসেবে তার সঙ্গে ছবিও আছে। সে ওই পরিচয়ে এর আগে মানুষের জমি দখল করা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল, এমনকি নারী কেলেঙ্কারিতেও জড়িত ছিল বলে জানতে পারি। কমিটি দেওয়ার সময় ওয়ার্ড সভাপতিসহ বিভিন্নজনের মতামত নিয়েছিলাম, কিন্তু কেউ তাকে সমর্থন করেনি। সে কারণেই তাকে সভাপতি করা সম্ভব হয়নি।

ফয়েজ আরও বলেন, সব ইউনিয়নেই কমিটি হয়ে গেছে, কুতুবপুর ইউনিয়নের হয়নি। আনুষ্ঠানিকভাবে দেওয়া যাচ্ছে না, এজন্যই মোটামুটি ওয়ার্ড সভাপতিদের মতামতের ভিত্তিতে কমিটি করা হয়েছে। বেশিরভাগ মানুষেরই একই কথা ছিল যারা ১৭ বছর রাজপথে ছিল, তাদের কমিটিতে রাখা। সেজন্য তাকে সভাপতি করেছি সে ১৭ বছর রাজপথে ছিল, যুবদলের নেতা ছিল।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান বলেন, এই ঘটনাটা আমার মনে হয় না সত্য। কারণ এটা যদি হতো, তাহলে আগেই জানতে পারতাম। কমিটি হয়তো অন্য জায়গায় গেছে, সে কারণে হয়তো এমন অপপ্রচার করছে। আমি তাদের বলেছিলাম মিল্টন ভাই এসেছেন, তোমরা অভিযোগ দিছো, আমি আছি, মিল্টন ভাই আছেন, নেতারা সবাই আছেন, তোমরা আসো। কিন্তু ওরা কেউ আসেনি। অভিযোগ দিছে, আমি ডাকলাম তাহলে আসবে না কেন? অভিযোগ আমাদের কাছে আগে দেবে, সাংবাদিকদের কাছে দেবে কেন? জেলা বিএনপি কারোর কাছ থেকে এক কাপ চা খেয়ে কমিটি দিয়েছে এমন কোনো নিদর্শন নেই। এক কাপ চা খেয়ে কমিটি দেওয়া হয়নি, ৭ লাখ ৮ লাখ তো দূরের কথা। পুরো বিষয়টাই বানোয়াট।

এদিকে, সংবাদ সম্মেলনের জের ধরে গতকাল সন্ধ্যায় অভিযোগকারীর বাড়িতে ইট-পাটকেল ছোড়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ঝিনাইদহে গৃহবধুকে মারধর করে

বিবস্ত্র করার অভিযোগ

ঝিনাইদহে এক গৃহবধূককে মারধর করে বিবস্ত্র করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। আজ শুক্রবার সকালে সদর উপজেলার দোগাছি গ্রামের পুর্বপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত গৃহবধু হাসনা আরা ওই গ্রামের নাজমুল বিশ্বাসের স্ত্রী। তিনি বর্তমানে ঝিনাইদহ জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।
আহতের স্বজনরা জানান, সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিএনপি’র দুগ্রুপের মধ্যে দোগাছি গ্রামের নজরুল ইসলামের সাথে সিরাজুল ইসলামের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। কয়েকদিন পূর্বে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

দোগাছি ইউনিয়ন পরিষদের নারী ইউপি সদস্য শারমিন আক্তার জানান, সকালে গৃহবধু হাসনা আরা ও চাচাতো দেবরের বউ আখি খাতুন গ্রামে হাটতে যায়। গ্রামের হাজামবাড়ি মসজিদ এলাকায় গেলে প্রতিপক্ষ সিরাজুল বিশ্বাসের সমর্থক লিটন, বাবুল, রশিদ, সাইফুল, লুতফর, ইমন, মুস্তাকসহ ১০ থেকে ১৫ জন ওই দুই গৃহবধূর পথরোধ করে। সে সময় আখি খাতুন দৌড়ে পালিয়ে যেতে পারলেও হাসনা আরাকে বেধড়ক মারপিট করে।

হামলাকারীরা গৃহবধুকে মারধর করে জামা কাপড় ছিড়ে ফেলে। সেসময় গলার চেইন, কানের দুল ও মোবাইল ছিনিয়ে নেয়। পরে পুলিশ এসে ওই নারীকে উদ্ধার করে। সেখান থেকে তাকে নিয়ে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে ওই এলাকার সামাজিক মাতুব্বর সিরাজুল বিশ্বাসের ব্যবহৃত মোবাইলে একাধিক বার কল করলেও তিনি রিসিভ করেননি।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, এক নারীকে মারধর করার ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে এসডিসি এনজিও’র বিরুদ্ধে গ্রাহক হয়রানির অভিযোগ

মেহেরপুরের বাড়াদী বাজারের ব্যবসায়ী রোকেয়া খাতুন সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি) মেহেরপুর শাখার বিরুদ্ধে ঋণ প্রদানে অনিয়ম, জোরপূর্বক পণ্য বিক্রি ও প্রতারণার অভিযোগ তুলেছেন।

বিষয়টি নিয়ে তিনি সম্প্রতি মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে একটি লিখিত অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন।

অভিযোগে রোকেয়া খাতুন উল্লেখ করেন, তিনি গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে এসডিসি মেহেরপুর শাখা থেকে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। তবে ঋণ নেওয়ার শর্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা তাকে বাধ্যতামূলকভাবে একটি টেলিভিশন ও একটি ওয়াটার হিটার কিনতে বলেন। পণ্য দুটির মূল্য ধরা হয় ৫৪ হাজার টাকা, যা বাজারদরের তুলনায় অস্বাভাবিকভাবে বেশি বলে দাবি তার।

ঋণমূল্য ও পণ্যমূল্য মিলিয়ে তার নামেই মোট ২ লাখ ২৫ হাজার টাকা ঋণ দেখানো হয়।

রোকেয়া খাতুন অভিযোগ করেন, এসডিসির ম্যানেজার জিনারুল ইসলাম তাকে আশ্বাস দেন ঋণের টাকা সুদসহ অগ্রিম পরিশোধ করলে তাকে পুনরায় নতুন লোন দেওয়া হবে। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে তিনি ধার-দেনা করে নির্ধারিত সময়ের আগেই ঋণের পুরো টাকা পরিশোধ করেন।

কিন্তু টাকা পরিশোধের দুই মাস অতিক্রান্ত হলেও তাকে নতুন লোন দেওয়া হয়নি। বরং বিভিন্ন অজুহাতে সময় ক্ষেপণ করা হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।

এর ফলে তার ব্যবসায়িক কার্যক্রমে মারাত্মক ক্ষতির সৃষ্টি হয়েছে তিনি অভিযোগে করেছেন।

এদিকে, এ অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিন এসডিসির মেহেরপুর কার্যালয়ে গিয়ে দেখা যায় প্রতিটি গ্রাহককে ঋণ দেওয়ার সময় কোন না কোন ইলেকট্রিক পণ্য জোর করে দেওয়া হচ্ছে। অফিসের একটি কক্ষ শুধুমাত্র এসকল মালামালের স্টোর হিসেবে রাখা হয়েছে।

এসডিসির মেহেরপুর শাখার ম্যানেজার জিনারুল ইসলামের কাছে ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়ার সাথে এ ব্যবসা করার কোন অনুমতি আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। এমনকি একদিন পর লাইসেন্স সহ কাগজপত্র মেহেরপুর প্রতিদিন অফিসে পৌছে দেওয়ার কথা দিলেও তিনি তা দেননি।

এ ব্যপারে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম বলেন, এসডিসির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলমডাঙ্গা পৌর ভূমি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার পৌর ভূমি কর্মকর্তা রেজাউল হকের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণ ও ভুয়া তথ্যের ভিত্তিতে তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন বেলগাছি এলাকার ভুক্তভোগী মিঠু আলী। এ ঘটনায় তিনি সোমবার রাতে স্থানীয় সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে লিখিত অভিযোগ করেন।

মিঠু আলী জানান, বেলগাছি মৌজার আরএস খতিয়ান নং ১০৪৪ ও খারিজ খতিয়ান নং ২৫–৭৭১৯–সহ একাধিক দাগে মোট ৩.৫২ একর জমি তাঁদের পারিবারিক সরিকানা অংশ হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ভোগদখলে রয়েছে। এই জমির ওয়ারিশসূত্রে তাঁরা আটজন অংশীদার।

তিনি আরও বলেন, আরএস ১০৪৪ নং খতিয়ানে মৃত কুবের মন্ডলের ছেলে ওমর আলী ও ঝুমর আলীর অংশ ছাড়াও শহিদুল, ঝড়ি বিবি, শাহেদা খাতুন, কফিরন নেছা, আফিরন নেছা ও রুপজান নেছার নাম নিয়মিতভাবে রেকর্ডভুক্ত রয়েছে। অন্যদিকে খারিজ খতিয়ান ২৫–৭৭১৯–এ বিপ্লব হোসেন গং-এর নাম রয়েছে।

মিঠু আলীর অভিযোগ, ২০১১ সালে একই এলাকার শাহিন রেজা গোপনে

আফিরন নেছার কাছ থেকে ১৬ শতক সরিকানা জমি ক্রয় করেন। পরে তিনি আদালতে দখলে পিটিশন মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্তের দায়িত্ব পান আলমডাঙ্গা পৌর ভূমি কর্মকর্তা রেজাউল হক। চলতি বছরের ২৮ আগস্ট সরেজমিন তদন্তে গেলে ভূমি কর্মকর্তা তাঁদের বা অন্যান্য অংশীদারদের না জানিয়ে একতরফাভাবে তদন্ত পরিচালনা করেন এবং প্রতিবেদন আদালতে পাঠান। ওই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আদালত বিবাদীপক্ষকে আবাদি ফসল (ধান) কেটে নেওয়ার অনুমতি এবং আগামী ৩০ নভেম্বর দুই পক্ষকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন।

মিঠু আলী অভিযোগ করেন, ভূমি কর্মকর্তার পক্ষপাতমূলক ভূমিকার কারণেই আমাদের বৈধ জমি অন্যপক্ষ কেটে নিচ্ছে। এতে আমরা মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েছি।যাহাতে পূন:তদন্ত করে আমার জমির ফলানো ফসল ফিরে পাই এবং সুস্থ তদন্তের মাধ্যমে নিরপেক্ষ সঠিক বিচার পাই তার জন্য আলমডাঙ্গা ভূমি কর্মকর্তা ও পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

হরিণাকুণ্ডুতে চোর সন্দেহে যুবকের নাকে খত দিয়ে গ্রামে ঘুরানোর অভিযোগ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে চুরির সন্দেহে এক যুবককে নির্যাতনের পর নাকে খত দিয়ে গ্রাম ঘোরানোর অভিযোগ উঠেছে সিরাজুল ইসলাম নামের বিএনপি এক স্থানীয় নেতার বিরুদ্ধে।

গত শনিবার দুপুরে ভায়না ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের কালিশংকরপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নির্যাতনের শিকার ওই যুবকের নাম রসুল মিয়া
(৩০) সে একই গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত শুক্রবার ওই গ্রামের পল্লী চিকিৎসক এনামুল হকের চুরির ঘটনা ঘটে । পরদিন বেলা তিনটার দিকে সালিশের মাধ্যমে ওই গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে দুই গ্রামের মাতবরের সামনে তাকে চুরির অপবাদ দিয়ে নির্যাতন করেণ কয়েকজন ব্যক্তি।

এই ঘটনার একটি ভিডিও ক্লিপ ব্যাপক ভাইরাল হয়। ভিডিওতে দেখা যায় যুবককে মাটিতে শুইয়ে নাক মাটির সাথে ঘষতে ঘষতে মাঠে ঘুরাচ্ছে। সেই দৃশ্য দেখছেন স্থানীয় গ্রামবাসী।সেখানে আরও দেখা যায় এই নাকে খত শেষ হলে তাকে সোজা করে উঠিয়ে তিনবার কানধরে উঠবস করাচ্ছে। এরপর তাকে মারতে মারতে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া হয়। এসময় ওই কথিত নেতা বলেন এই বিচারের বিরুদ্ধে কেউ তথা বললে তাকেউ শাস্তি দেওয়া হবে।

যার নির্দেশে নাকে খত দেওয়া হয়েছে তিনি ভায়না ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি। এব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হলে বিএনপির এই নেতা বলেন পুলিশে দিলে ওর অনেক ক্ষতি হয়ে যেত, তাছাড়া স্থানীয়দে কাছ থেকে ওকে বাচাতে আমি তাকে এই শাস্তি দিয়েছি। এব্যাপােও হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম হাওলাদার বলেন, আইন বহির্ভূত এসব শালিশ করার এখতিয়ার কারও নেই। নির্যাতিক ওই যুবক বা তার পরিবারের কেউ অভিযোগ দিলে বিষয়টি খতিয়ে দেখবো।

গাংনীতে ছাত্রী ধর্ষণের অভিযোগে সেই প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা

অশ্লীল ভিডিও কান্ডে ভাইরাল হওয়া মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সেই প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী সপ্না খাতুন।

আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে মামলাটি দায়ের করা হয়।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, কাজিপুর গ্রামের মৃত আফাজ উদ্দিনের ছেলে প্রধান শিক্ষক মোঃ রাজু আহমেদ ২০২২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের দিন তার অফিসে একা ডেকে নিয়ে নানা রকম প্রলোভনে

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে হাত দেয়। বাধা দিতে গেলে মুখ চেপে ধরে খুন করে ফেলার হুমকি দিয়ে জোর পূর্বক ধর্ষণ করে। এভাবে ১০/১১/২০২৫ সাল পর্যন্ত দিনের পর দিন আমাকে স্কুলের অফিস রুম সহ বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে ধর্ষণ করতে থাকে।

এছাড়া রাজু মাষ্টার তার মোবাইল ফোন থেকে তাকে ফোন করেন এবং যৌনাঙ্গ প্রদর্শন সহ বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে যৌন হয়রানী করতে থাকে দিনের পর দিন। এইভাবে আসামী আমাকে বিয়ের প্রলোভন দিয়ে কুষ্টিয়া শহরে তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে দিনের পর দিন ধর্ষণ করতো। শেষ ঘটনার তারিখ ও সময়ে বিয়ের কথা বলে তার অফিসে স্কুল ছুটির পরে ডেকে নিয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে একাধিক বার জোর পূর্বক ধর্ষণ করে।

নিরুপায় হয়ে ধর্ষক রাজু মাষ্টারের বিরুদ্ধে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী ২০০৩) এর ৭/৯(১)/১০ ধারায় মামলা দায়ের করেছি। মামলায় তিনি ন্যায় বিচার প্রত্যাশা করেন।

স্থানীয় ও এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে, অশ্লীল ভিডিও কান্ডে ভাইরাল হওয়া রাজু মাষ্টারের বিরুদ্ধে নানা আলোচনা-সমালোচনা ও নিন্দার ঝড় উঠেছে। অপকর্ম আড়াল করতে নানাভাবে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর থেকে সে পলাতক রয়েছে। তার বিচারের দাবিতে শিক্ষার্থী ও গ্রামবাসী ইতোমধ্যে মানববন্ধন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে স্বারকলিপিও দিয়েছে। এঘটনায় বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদ রাজু মাষ্টারকে সাময়িক বরখাস্ত করলেও দাবি উঠেছে স্থায়ী বহিষ্কারের।

এবিষয়ে কথা বলতে এইচ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাময়িক বরখাস্ত ভাইরাল হওয়া প্রধান শিক্ষক রাজু মাষ্টারের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দেয়া হলে বন্ধ পাওয়া যায়।

মামলার আইনজীবি শাহরিয়ার মাহমুদ শাওন বলেন, বিজ্ঞ মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক আলী মাসুদ শেখ মামলাটি এফআইআর (নথিভুক্ত) করতে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি বানী ইসরাইল বলেন, আদালতের নির্দেশের কাগজপত্র এখনও থানায় আসেনি। আসলে মামলা রেকর্ড করে তদন্ত কার্যক্রমের পাশাপাশি আসামী গ্রেফতারে অভিযান চলানো হবে।

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুর সদর কৃষি অফিসে দুদকের অভিযান

সরকার প্রদত্ত গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে প্রণোদনায় অনিয়ম, মৃত ব্যক্তির নামে বিল-ভাউচারসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামানের বিরুদ্ধে। এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি অফিসে অভিযান পরিচালনা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

গতকাল সোমবার দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সদর উপজেলা কৃষি অফিসে এই বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। পরে তদন্ত দল উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে প্রণোদনা পাওয়া কৃষকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরেজমিন তদন্ত শুরু করে।

তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত দলের নেতৃত্ব দেন দুদকের কুষ্টিয়া অঞ্চলের সহকারী পরিচালক বিজন কুমার রায়। তিনি জানান, কৃষি প্রণোদনার আওতায় একাধিক প্রকল্পে মৃত ব্যক্তির নামে প্রকল্প প্রদান ও গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে চার হাজার কৃষককে প্রণোদনা দেয়ার ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগের তদন্ত চলছে।

তিনি আরও জানান, তদন্ত টিম ইতোমধ্যে প্রণোদনা পাওয়া কৃষকদের তালিকা ও সংশ্লিষ্ট নথি সংগ্রহ করেছে। মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে যাচাই-বাছাই শেষে পুরো প্রতিবেদন দুদকের প্রধান কার্যালয়ে পাঠানো হবে।

আলমডাঙ্গায় ফারায়েজ সম্পত্তি ক্রয়কে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, প্রতারণার অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি গ্রামে ফারায়েজ সম্পত্তি ক্রয়কে

কেন্দ্র করে মারধর ও প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।

জানা গেছে, গতকাল রবিবার সকাল ১১টার দিকে ভুক্তভোগী মিঠু আলী ও তাঁর চাচাতো ভাই সৌখিন স্থানীয় সাংবাদিকদের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানান। তাঁরা বলেন, বেলগাছি ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের দুই ভাই নজরুল ইসলাম ও ওহিদুল ইসলাম এবং তাঁদের চার বোন রাবিয়া খাতুন, বেগম, সোনাভানু ও ফিলাকা খাতুন এর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ফারায়েজ সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ চলছিল।

পরিবারের অভ্যন্তরীণ সমঝোতার অংশ হিসেবে চার বোনের অংশ ১২ লাখ টাকায় দুই ভাইয়ের কাছে বিক্রির সিদ্ধান্ত হয় এবং সেই অনুযায়ী বোনেরা অগ্রিম অর্থও গ্রহণ করেন। তবে সম্প্রতি বড় বোন রাবিয়া খাতুনের মৃত্যুর পর একই গ্রামের দুলু মিয়া গোপনে ও প্রতারণার মাধ্যমে দুই বোন ও এক ভাগ্নের কাছ থেকে ওই সম্পত্তি ক্রয় করে নিয়েছেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

লিখিত অভিযোগে বলা হয়, দুলু মিয়া বেলগাছি মৌজার আরএস খতিয়ান নং ২৫-৭৮৫২, দাগ নং ১৬৭৩৯, ১৬৫২৪ ও ১৬৫২৫ মোট ১৬.৮৪ শতক জমি স্থানীয় বেগম, ওল্টু, মন্টু, বিলকিছ, রেশমা ও ইকবালের কাছ থেকে ক্রয় করেন। তবে ওই জমি বাস্তবে ভুক্তভোগী মিঠু ও সৌখিনের দখলে রয়েছে।

মিঠু আলী জানান, শনিবার সকালে তাঁরা জমি বিক্রির বিষয়ে সত্যতা যাচাই করতে গেলে দুলু মিয়া ও তাঁর লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁদের ওপর হামলা চালায়। কিল-ঘুষি ও লাঠিসোটা দিয়ে মারধর করে আহত করা হয় এবং অশালীন গালাগালসহ হত্যার হুমকি দেওয়া হয়।

স্থানীয়দের বরাতেও জানা যায়, এর আগে দুলু মিয়া বেলগাছি পূর্বপাড়ায় মৃত সৈয়দ মণ্ডলের ছেলে ইদু ও মৃত ওমর আলীর ছেলে ফকির চাঁদের জমি প্রতারণার মাধ্যমে ক্রয় করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

ভুক্তভোগীরা বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে পৈতৃক সম্পত্তি ভোগদখল করে আসছি। দুলু মিয়ার এই গোপন লেনদেন আমাদের ন্যায্য অধিকারে আঘাত করেছে। আমরা প্রতারণা ও অবৈধ ক্রয়ের বিচার দাবি করছি।

এ ঘটনায় স্থানীয়ভাবে উত্তেজনা বিরাজ করছে। তবে পুলিশ এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক অভিযোগ পায়নি বলে জানা গেছে।